জীবননগরে কিশোরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার ধোপাখালী গ্রামের একটি আমবাগান থেকে মো. ইয়ামিন (১৫) নামে এক কিশোরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকালে বাগানের একটি আমগাছে গলায় ফাঁস দেয়া অবস্থায় ইয়ামিনের লাশ দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। সে পাশের সন্তোষপুর গ্রামের কদর আলীর ছেলে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, পারিবারিক কলহের জেরে বুধবার দুপুরে ইয়ামিন বাড়ী থেকে বের হয়ে যায়।

বাড়ীর লোকজন পাশর্^বর্তী সকল স্থানে অনেক খোঁজাখুজি করেও তাকে পাইনি। পরদিন সকালে স্থানীয়রা থানায় খবর দিলে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নতুন ভান্ডারদহ গ্রামে সাপের কামড়ে আওলিয়ার রহমান (০৫) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আওলিয়ার রহমান নতুন ভান্ডারদহ গ্রামের আমান আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাতে আওলিয়ার বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় বিষধর একটি সাপ শিশুটির পায়ে কামড় দেয়।

তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের নেয়া হলে কর্তব্যরত

চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় নতুন আটজনের করোনা শনাক্ত

গত ২৪ চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে আটজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হলো ২৩৭।
চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুরের দু্ইজন ও বাসষ্ট্যান্ড পাড়ার একজন এবং দামুড়হুদা দশমী পাড়ার দুইজন জন রয়েছে।
এছাড়া, চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার পাসপোর্ট অফিসের একজন, বিদ্যুৎ অফিসের একজন ও পুলিশ লাইনের একজন ।এদের মধ্যে ছয়জন পুরুষ ও দুইজন মহিলা রয়েছে।

জীবননগরে আন্তজেলা ডাকাত দলের শীর্ষ দুই সদস্য আটক

চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে আন্তজেলা ডাকাত দলের দুই শীর্ষ সদস্য পুলিশের হাতে আটক হয়েছে।

বুধবার গভীর রাতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের নির্দেশে দামুড়হুদা ও জীবননগরের সার্কেল এ এস পি আবু রাসেল ও জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলামসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিক্তিত্বে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার গোয়ালহুদা গ্রামের হানিফ ড্রাইভারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে

মাদারীপুর জেলার কালকিনী উপজেলার আঃ আজিজ সরদারের ছেলে আন্তজেলা ডাকাত দলের শীর্ষ সদস্য খবির সরদার (৫৫)এবং মহেশপুর উপজেলার পুরন্দপুর গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য জনি শেখকে(৩১) তার শ^শুরবাড়ি মহেশপুর উপজেলার বাথানগাছী গ্রাম থেকে আটক করে ।

এ সময় তাদের নিকট থেকে ডাকাতি করা অর্থের ভাগস্বর ৩হাজার টাকা উদ্ধার করে ।উল্লেখ্য গত ২৭-৬-২০ ইং তারিখে জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের মিনাজপুর গ্রামের হামিদুজ্জামান টিটুর বাড়িতে সঙ্গবদ্ধ অবস্থায় ৬/৭জন ডাকাতদল বাড়ির বাউন্ডারির দেওয়াল টপকিয়ে ঘরের তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে দারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাদের বাড়িতে অবস্থানরত সকলের হাত,পা বেধে নগদ টাকা,স্বনালংকার ,মোবাইল ফোন সহ সর্বমোট দুই লক্ষ ৮৩হাজার ৮০০ টাকার মালামাল লুট করে নেয়।

ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় ডাকাত দলের দুই সদস্য গ্রেফতার হওয়ায় এলাকার সাধারন মানুষের মধ্যে একটি স্বস্থী দেখা গেছে।এ বিষয়ে গতকাল বৃহসপ্রতিবার বেলা সাড়ে ১২টার সময় এ এস পি আবু রাসেল জীবননগর থানায় উপস্থিত হয়ে একটি প্রেস বিফ্রি করেন ।

এ সময় তিনি বলেন অপরাধী যতবড় শক্তিশালী হোক না কেন তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না ।এর সাথে যারা আরো জড়িত আছে তাদের কেউ খুব শিঘ্রই আটক করা হবে ।

আলমডাঙ্গায় বাল্য বিয়ের হাত থেকে রেহাই পেল ফেরদৌসি

আলমডাঙ্গায় আবারও বাল্য বিয়ের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে এক কিশোরী।

গতকাল বুধবার ভ্রাম্যমাণ আদালত বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বিয়ে ভেঙ্গে দেন। এ সময় ১ হাজার টাকা জরিমানাও করে আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের নানবার

গ্রামের মৃত কোরবান আলীর ১৫ বছরের মেয়ের সাথে পার্শ্ববর্তী ফুলবগাদি গ্রামের মৃত খলিল মন্ডলের ছেলে সহিদুলের বিয়ের দিন ধার্য হয়। ছেলে পক্ষ যথারীতি বরযাত্রী নিয়ে মেয়ে পক্ষের বাড়িতে এসে হাজির হয়।

বিয়ের ঠিক আগ মুহূর্তে আলমডাঙ্গার সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ুন কবীর বিয়ে বাড়িতে পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হন। মেয়ের অভিভাবক হিসেবে উপস্থিত থাকা করণে দুলাভাই কামরুল ইসলামকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবীর।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে মেয়ে পক্ষ ও ছেলে পক্ষ উভয়ই বর-কনের উপযুক্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত তারা আর বিয়ে দিবেন না বলে অঙ্গীকার করে। এ সময় আদালতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন এসআই আমিনুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গায় ধর্ষণের শিকার দশম শ্রেনির ছাত্রী

আলমডাঙ্গায় প্রেমের অভিনয় করে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে দশম শ্রেনির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ধর্ষিতা গতকাল বুধবার (১ জুলাই) বিকালে থানায় এসে ওই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে চাইলে মামলা নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেছে ওই ছাত্রী।

তবে থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, “একজন কারো বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দিলেই তো মামলা হয় না। আগে খোঁজ-খবর নিতে হয়। আমরা খোঁজ-খবর নিয়ে যদি ঘটনার সত্যতা পাই তাহলে মামলা নেওয়া হবে।”

ধর্ষিতার চাচাত ভাই সুজন জানান, আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনির ছাত্রীকে (ভোকেশনাল) প্রেম নিবেদন করে আসছিল পাশ্ববর্তী বন্দরভিটা গ্রামের মুন্নাফ আলীর ছেলে সুমন। সুমনের বোন ওই ছাত্রীর চাচাত ভাই বিপ্লবের স্ত্রী। আত্মীয়তার সুযোগে সুমন অবাধে তার দুলাভাই বিপ্লবের বাড়িতে আসা-যাওয়া

করতো। বিপ্লব ও তার মা সুমনের সাথে প্রেমে উৎসাহিত করে তুলতো ওই ছাত্রীকে। এতে ছাত্রী কিছুতেই রাজি হয়নি।

সূত্র জানায়, ছাত্রীর অনিচ্ছায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লব ও তার মা সুমনকে বাঁকা পথে পরিচালতি করে। গত ২৯ জুন সন্ধ্যার আগে ছাত্রীকে অনেক বুঝিয়ে সুমনের সাথে মোটরসাইকেলে মাঠের রাস্তায় ঘুরতে পাঠায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুমন ছাত্রীকে নিয়ে পোলতাডাঙ্গা- মহেশপুর গ্রামের মাঝের নির্জন রাস্তায় নিয়ে যায়। মাঠের নির্জন জায়গায় গিয়ে মোটরসাইকেল দাঁড় করিয়ে ছাত্রীকে শ্লীলতাহনির চেষ্টা করে। ছাত্রী বাঁধা দিলে তাকে মারধরও করা হয়। এ সময় জোর করে রাস্তার পাশের পাট ক্ষেতে ছাত্রীকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে সুমন।

নির্জন রাস্তায় মোটরসাইকেল দেখে পথচারী মহেশপুর গ্রামের আশকার ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যান। এ সময় পাশের পাট ক্ষেত থেকে মেয়ে কণ্ঠের কান্না শুনে ধরে ফেলেন আশকার। ধরা পড়ার পর সুমন আশকারকে মারধর করে দ্রুত মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে মোবাইল করলে আত্মীয়স্বজন এসে মাঠ থেকে ছাত্রীকে বাড়িতে নিয়ে যান।

সুজন আরো জানান, দু‘দিন ধরে বিপ্লব ও গ্রামের কয়েকজন লোক থানায় মামলা না করতে চাপাচাপি করতে থাকে। কিন্ত ছাত্রীটি দৃঢ় হয়ে গতকাল বুধবার বিকালের দিকে থানায় এসে হাজির হয়।

কার্পাসডাঙ্গায় ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে এলজিএসপি-৩ এর ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দে নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার ৩০ শে জুন সকাল ১১ টার সময় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন

পরিষদে ২৪০ জন গরীব অসহায় মানুষের মাঝে মাস্ক , সাবান বিতরণ করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান মো: খললিুর রহমান, ইউপি সদস্য মো: মনির উদ্দীন বিশ্বাস, মো: আ: হাকমি, সরিাজুল ইসলাম, আসলাম উদ্দীন, মনরিুজ্জামান, নুর মোহাম্মদ, মুকুল মোল্লা, ইয়াসমনি খাতুন, ইউপি সচীব মো: মহিউদ্দীন, হিসাব সহকারী তপন কুমার প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা মোটর চোরচক্রের দুই জনকে পুলিশে হস্তান্তর

আলমডাঙ্গায় আন্তজেলা শ্যালোমেশিন চোরচক্রের দুই হোতাকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে গ্রামবাসী।

গতকাল মঙ্গলবার (৩০ জুন) ভোরে শ্যালো মেশিনের মোটরসহ ইমরুল ও সেলিম নামের দুই আন্তজেলা চোরচক্রের সদস্যকে ধরে পুলিশে দেওয়া হয়।

আটক ইমরুল কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার আব্দুল মান্নানের ছেলে এবং সেলিম কুষ্টিয়ার আল্লাহর দরগার তাজপুরের হায়াত আলীর ছেলে। বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় তাদের চোরচক্রের সক্রিয় সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা সাধারনত রাতের বেলায় মাঠ থেকে কৃষকের সেচ কাজে ব্যবহৃত শ্যালো মেশিনের মোটর চুরি করে থাকে।

জানা গেছে, সোমবার দিনগত রাতে আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের কেশবপুর মাঠে আন্তজেলা এই চোরচক্রের সদস্যরা হানা দেয়। তারা মাঠ থেকে কৃষকের মোটর চুরি করে তাদের গাড়ি আসার অপেক্ষা করতে থাকে। গাড়ি আসার আগেই কেশবপুর গ্রামের এক লোক চোরদের দেখে ফেলেন। তার চিৎকার চেচামেচিতে গ্রামের লোকজন তেড়ে ধরে ফেলেন ইমরুল ও সেলিম চোরকে। তাদেরকে গণধোলায় দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় গ্রামবাসী।

প্রাগপুর গ্রামের জালাল হোসেন জানান, সোমবার রাতে কেশবপুর মাঠ থেকে তার একটি মোটর চুরি হয়েছে। তার আগে একই গ্রামের নীলচাঁদের মাঠ থেকে একটি মোটর চুরি যায়। একই সাথে বড় বোয়ালিয়া গ্রামের মিন্টু বিশ্বাসের মোটর চুরি হয়। একই গ্রামের জাহামত, শরিফ, আব্দুল কাদেরেরও একটি মোটর চুরি হয়। তারা থানায় মোটর চুরির অভিযোগ দায়ের করেছেন।

আলমডাঙ্গার জেহালায় ঘর থেকে ৭০ হাজার টাকা চুরি

আলমডাঙ্গার জেহালায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার রাত ৩ টার দিকে চোর ঘরে ঢুকে ৭০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, জেহালার অঘর্নাথ স্কুল এলাকার ইউনুস আলীর ছেলে রফিকুল ইসলাম রাজিব ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত ৩ টার দিকে তিনি দেখতে পান ঘরের ভেতর চোর ঢুকেছে। তিনি চোর না ধরে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় শিকল দিয়ে দেন। এ সময় তিনি বাইরে থেকে প্রতিবেশীদের ডাকতে থাকেন। প্রতিবেশীরা এসে ঘর খুলে দেখেন চোর ঘরের জানালা ভেঙ্গে পালিয়ে গেছে। সেই চোর পালিয়ে যাওয়ার সময় ঘরে রাখা ৭০ হাজার টাকাও নিয়ে গেছে।

রাজিব জানান, জেহালার মদনবাবুর মোড়ে তার একটি মুদিখানার দোকান আছে। রাত ১০ টার দিকে সেই দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যান। খাওয়া- দাওয়া শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। রাত ৩ টার দিকে চোর ঘরে ঢোকায় তিনি জেগে ওঠেন।

চুয়াডাঙ্গার সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের স্বপ্নভঙ্গের উপক্রম

স্বপ্নভঙ্গ হতে বসেছে চুয়াডাঙ্গা কর্মরত সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের। করোনা মোকাবিলায় সম্মুখযোদ্ধা চিকিৎসকদের কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করেও বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। কর্মরতদের অনেকের স্বপ্ন ছিলো ঝুঁকিপূর্ণ এ কাজে আত্মনিয়োগ করলে সরকারীভাবেই তারা স্বীকৃতি পাবেন। কিন্তু সে স্বপ্ন এখন ভেঙে যেতে বসেছে।

সম্প্রতি সরকারিভাবে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গার কোনো সেচ্ছাসবকই এতে স্থান পাননি। এতে তাদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ দেখা গেছে।

করোনা সংক্রমণের শুরুর দিকে করোনা মোকাবিলার জন্য সারাদেশের মেডিকেল টেকনোরজিস্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয় সরকারিভাবে। সে সময় চুয়াডাঙ্গার অনেক যুবক-যুবতী সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে নিজেদের নাম লেখান। তাদের মধ্যে আবার অনেকেই স্বপ্ন দেখেন ভবিষ্যতে এ পদে নিয়োগ পাওয়ার। কিন্তু সম্প্রতি সারাদেশে এ পদে যে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাতে চুয়াডাঙ্গার দু’যুবক সুযোগ পেয়েছেন।

তবে সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে অনেকের অভিমত তাদের মধ্যে থেকে কেউ নিয়োগ পেলে তারা খুশি হতেন। নিয়োগপ্রাপ্তরা কেউই সেচ্ছাসেবক ছিলেন না।

মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা স্যাম্পল সংগ্রহ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হিসেবে জাহানারা খাতুন, সাজেদুর রহমান ও হাসানুজ্জামান নামে তিনজন দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায় তারা গত ১৪ এপ্রিল থেকে এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব) আমজাদুল ইসলাম বলেন, কিছুদিন পূর্বে সরকারিভাবে কর্মরত সেচ্ছাসেবক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছিলো। আমাদের এখানে ১৬ জন সেচ্ছসেবক তালিকাভূক্ত আছেন। আমরা তাদের নামের